কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৪

আপীল নম্বরঃ ভ্যাট-১০৫/২০২২

নথি নং-সিইভিটি/কেইস(ভ্যাট)-১০৫/২০২২/ তারিখ: ২০২২ খ্রিঃ। / ২০২২ খ্রিঃ।

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য : ১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য (কমিশনার)
২। মিয়াজী শহিদুল আলম চৌধুরী, সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)

১। আপীলকারী/আবেদনকারী : মেসার্স সিটি টাইলস এন্ড মার্বেল, ২১৯, সেনপাড়া, পর্বতা, রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর-১০, ঢাকা।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ : কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৫। মামলার শুনানী গ্রহনের তারিখ : ১২-১০-২০২২ খ্রিঃ।

৬। মামলার রায় প্রদানের তারিখ : ৬-১২-২০২২ খ্রিঃ।

৭। অভিযোগকৃত আদেশ প্রদানকারীর তারিখ : বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ নং-০৪/২০২২ যাহার নথি নং-৪/মূসক/পশ্চিঃকমিঃ-৮(৬৬)সিটি টাইলস/মূসক ফাঁকি/বিচার/২০২১/৯৯, তাং-৫-১-২০২২ খ্রিঃ।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র :

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, মিরপুর বিভাগ হতে প্রাপ্ত ৫-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখের পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ৪-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা এর বিভাগীয় কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিভাগীয় নিবারক টীম মেসার্স City Tiles & Marble নামীয় প্রতিষ্ঠানে গমন পূর্বক প্রতিষ্ঠানের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কোনো মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি প্রদর্শন করতে পারেননি। অতঃপর প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চালান বই পাওয়া যায়, যা প্রাথমিকভাবে যাচাই করে মূসক পরিহারের আলামত পাওয়ায় তা যাচাইয়ের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান হতে মূসক- ১২.৩ এর মাধ্যমে নয় (০৯) টি নিজস্ব চালান বই, টালী খাতা দুই (০২) টি, কিপ ফাইল তিন (০৩) টি জব্দ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের জব্দকৃত দলিলাদি যাচাই করে বিগত ২৩-৭-২০১৬ হইতে ৩-১-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট বিক্রয়মূল্য ৩,৩৬,১৪,৮৩৪ টাকা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটি টাইলস খুচরা/পাইকারি বিক্রয় করে, যার করযোগ্য সেবার পরিমান ৫%; সে মোতাবেক বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্য ৫% হারে মোট বিক্রয়মূল্য ৩,৩৬,১৪,৮৩৪টাকা, যার (৩,৩৬,১৪,৮৩৪ X ৫%) = ১৬,৮০,৭৪২ (ষোল লক্ষ আশি হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) টাকা প্রদেয় অপরিশোধিত

Scanned with CamScanner

মূসক পাওয়া যায়। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর পরিপন্থি ।

২. প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এহেন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫, ১৬, ৩৩, ৪৫, ৫১ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২৫, ৪০, ৪২ ও ৯৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী পরিহারকৃত মূসক বাবদ ১৬,৮০,৭৪২ (ষোল লক্ষ আশি হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) টাকা কর নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য। পরিহারকৃত রাজস্ব প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণ সংক্রান্ত শুনানি গৃহণের উদ্দেশ্যে ৩১-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ পত্র জারিপূর্বক গত ২৩-২-২০২১ তারিখের শুনানিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/মনোনীত প্রতিনিধিকে লিখিত জবাব ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে আপত্তি দাখিল করায় তা পর্যালোচনান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক ৫,৮৩,৫০৬ (পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা আদায়ের সুপারিশ করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গৃহণের জন্য গত ২৬-১০-২০২১ তারিখের শুনানিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞ কমিশনার, মামলার প্রতিবেদন, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জবাবসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় করে দেখে যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ এর উপবিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী চলমান ব্যবসায় ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে দায়-দেনা হস্তান্তরের যৌথ আবেদন ফরম "মূসক-৪.২" এ যৌথ আবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায় বিক্রয়ের জন্য অনুমতি কামনা করে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর আবেদন দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তা পরিপালন করেননি। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৬ এর উপধারা (৭) এর বিধানমতে, ক্রয়কৃত ব্যবস্থা হস্তান্তরের তারিখ হতে ক্রেতা, বিক্রেতার উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ দায়-দেনা বহনকারী মর্মে বিবেচিত হবেন। বর্ণিতাবস্থায়, বিক্রয়জনিত প্রদেয় মূসক বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা পরিহারের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এ কারণে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ এর উপধারা (১) এর সারণীর ক্রমিক (ড) এর বিধান মতে জরিমানা আরোপ সমীচীন। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য সুদ প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে আদায়যোগ্য বিধায় পরিহারকৃত মূসক বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(৪) এর অনুসরণে ধারা ৮৫ এর উপধারা (১) এর সারণীর দফা (ড) অনুযায়ী জরিমানা বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা এবং প্রযোজ্য সুদ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করেন। আপিলকারীপ বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আদালতে আপিল আবেদন পেশ করেন।

বিচার্য বিষয়

১। বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ আইন ও বিধিসম্মত হয়েছে কিনা?

২। আপিলকারী পক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা

৩. বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহণ করা হলো। নথিতে দাখিলকৃত উভয় পক্ষের কাগজপত্র এবং বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ নং-০৪/২০২২ যাহার নথি নং-৪/মূসক/পশ্চিঃকমিঃ-৮(৬৬) সিটি টাইলস/মূসক ফাঁকি/বিচার/ ২০২১/৯৯, তাং-৫-১-২০২২ খ্রিঃ এর তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হলো।

৪. বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিটি টাইলস এন্ড মার্বেল, ২১৯, সেনপাড়া, পর্বতা, রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর-১০, ঢাকা কর্তৃক কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর নিকট ৬-৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখের আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বশেষ ১২-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে আপিলকারীর এর পক্ষে মনোনীত প্রতিনিধি এবং রেসপনডেন্ট এর পক্ষে মনোনীত প্রতিনিধি শুনানিকালে উপস্থিত ছিলেন।

Scanned with CamScanner

আপিলকারী পক্ষের বক্তব্য

৫. আপিলকারী পক্ষ শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), প্লট নং-২ ও ৪, রোড নং-১, মিরপুর-১১, ঢাকা-১২১৬ আপীলকারীর কোন বক্তব্য আমলে না নিয়া তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে সম্পূর্ন বে-আইনীভাবে যে তর্কিত আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা সঠিক ও আইনসঙ্গত হয় নাই। উক্ত দাবীনামার কোন আইনগত ভিত্তি নাই বিধায় তর্কিত দাবীনামার আদেশ আইনত বাতিলযোগ্য।

৬. আপিলকারী পক্ষ শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া নিয়ে নতুন ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুনভাবে ট্রেড লাইসেন্স গৃহন করা হয়। পূর্বের মালিকের ব্যবসা কার্যক্রমের দায়ভাব চাপিয়ে না দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং দাবিনামা হতে অব্যাহতির জন্য অনুরোধ করেন। আরো উল্লেখ করেন যে প্রতিষ্ঠান/দোকানটি ভাড়া নেওয়ার পর হইতেই করোনা ভাইরাসের মহামারী ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে কারনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থবির হইয়া পড়ে। তদন্ত কমিটি যদি সঠিকভাবে বিষয়টি আমলে গৃহন করিতেন তাহা হইলে প্রতিবেদনে উল্লেখিত মূসক দাবী করিয়া প্রতিবেদন দেওয়ার কোন অবকাশ থাকিতনা। মূসক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়া জব্দকৃত দলিলাদি এবং আপীলকারী প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত দলিলাদি সঠিকভাবে যাচাই-বাচাই করেন নাই এবং আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কোন বক্তব্য আমলে নেওয়া হয় নাই। সম্পূর্ণ হিসাবটাই মূসক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামাফিক ও মনগড়াভাবে করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞ কমিশনার সম্পূর্ন মনগড়াভাবে এবং অযৌক্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্বের মালিকের ব্যবসা কার্যক্রমের দায়ভার আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত মূসক ধার্যক্রমে দাবীনামা জারী করিয়াছেন। উক্ত দাবীনামা সঠিক ও আইনানুগ হয় নাই বিধায় তর্কিত দাবীনামার সিদ্ধান্ত/আদেশ রদ-রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে।

৭. আপিলকারী পক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, মূসক কর্তৃপক্ষ আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিগত ৩১-১-২০২১ ইং তারিখে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ মোতাবেক যে দাবীনামা সম্বলিত কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হইয়াছে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের দোকান হইতে মূসক-১২.৩ এর মাধ্যমে আটককৃত দলিলাদি সঠিকভাবে যাচাই-বাচাই করেন নাই এবং পণ্য বিক্রয় হিসাব আইনানুগভাবে আমলে না নিয়াই বিজ্ঞ কমিশনার সম্পূর্ন মনগড়াভাবে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট অতিরিক্ত মূসক আদায়ের জন্য কোন কারন ছাড়া বে- আইনীভাবে উদ্দেশ্য প্রনোদিত হইয়া আইন বর্হিভূত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়া কাল্পনিক মূসক অপরিশোধিত মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর। যাহা সম্পূর্ন ইচ্ছামাফিক, বে-আইনী এবং কাল্পনিক বটে। বিধায় বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জারীকৃত তর্কিত ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ আইনতঃ বাতিলযোগ্য বটে ।

৮. আপিলকারী পক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ কমিশনার সম্পূর্ন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আপীলকারীর উপর কর নির্ধারনসহ ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কারন বিজ্ঞ কমিশনার কোন কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত আদেশ করিয়াছেন, তাহার যথাযথ কোন পর্যালোচনা নাই। বিজ্ঞ কমিশনার সম্পূর্ন মনগড়াভাবে, প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্যের উপর ভিত্তি না করিয়া ইচ্ছামাফিক এবং আইনের কোন তোয়াক্কা না করিয়া যে তর্কিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সঠিক হয় নাই। বিধায় তর্কিত আদেশ বাতিলযোগ্য বটে।

৯. আপিলকারী পক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে বিরাট অংকের কর নির্ধারনসহ ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ জারী করিয়াছেন, উক্ত দাবীনামার বিষয়ে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার আত্মপ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করেন নাই । এছাড়া মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(৪) এবং একই আইনের ধারা ৮৫ (১)(ড) অনুযায়ী একই সাথে প্রয়োগ করিবার আইনগত কোন সুযোগ নাই। বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক উক্ত তর্কিত আদেশে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(৪) এবং একই আইনের ধারা ৮৫(১)(৬) অনুযায়ী একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন বিধায় আদেশ সম্পুর্ণ বেআইনী হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা রহিয়াছে। রেসপন্ডেন্ট পক্ষ আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ন বে-আইনীভাবে এবং আইনের কোন বিধিবিধান প্রতিপালন না করিয়া একতরফা ভাবে ইচ্ছামাফিক দাবীনামা সম্বলিত যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা বে-আইনী বিধায় উক্ত আদেশ রদ-রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে।

১০. আপিলকারী পক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের উপর মনগড়া, বে-আইনী ও কোন তথ্য উপাত্ত ছাড়া একটি কাল্পনিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া দাবীনামা জারী করা হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞ কমিশনার,

Scanned with CamScanner

কাষ্টসম্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট দাবীনামার বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনা না করিয়া এবং আপীলকারীর বক্তব্য আমলে না নিয়া মূসক দাবীর যে তর্কিত কর নির্ধারনী ও ন্যায়- নির্ণয়ন আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা রদ-রহিত ও বাতিল হইবে বটে।

১১. আপিলকারী পক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, আপীলকারীর উপরোক্ত বক্তব্য সমূহ বিবেচনা করিলে আপীলকারীর নিকট আর অতিরিক্ত কোন মূসক দাবী করিবার অবকাশ নাই। মূসক ফাকি দেওয়া বা কম পরিশোধ করা বা পরিহার করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নহে। বিজ্ঞ কমিশনার সম্পূর্ন বে-আইনীভাবে যে তর্কিত কর নির্ধারনীসহ ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা সঠিক ও আইনসঙ্গত হয় নাই। উক্ত কর নির্ধারনীসহ ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ কোন আইনগত ভিত্তি নাই বিধায় তর্কিত দাবীনামা আইনত বাতিলযোগ্য। এমতাবস্থায়, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রহিতক্রমে আদেশ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করেন।

রেসপনডেন্টকারী পক্ষের বক্তব্য

১২. রেসপনডেন্টকারী পক্ষ শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিরীক্ষা আদেশ নং-নি:গো:ত: অ:/অডিট কর্ম-১৭৪/ ২০০৮ পার্ট ২/২০১৬/১১৩১(৩৪), তারিখ: ৮-৬-২০১৭ খ্রিঃ অনুযায়ী একটি গঠিত নিরীক্ষা দল এক্সকারসন এন্ড রিসোর্টস বাংলাদেশ লিঃ, বালিশিরাহিল, রাধানগর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার নামীয় প্রতিষ্ঠানের ২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭ পঞ্জিকা বছরের বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিরীক্ষা করে। নিরীক্ষা দল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত মূসক-১১, মূসক-১৮, মূসক-১৯ ও মূসক পরিশোধের বিপরীতে ট্রেজারী চালানের সত্যায়িত কপি এবং নিরীতি বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন এর তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করে ৬-৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী আপিলকারী প্রতিষ্ঠানকে মূসক বাবদ ৫৯,১৪,৯৪৯/ (উনষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা পরিশোধের বিষয়ে ২৮-৩-২০১৯ তারিখ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫(১) অনুযায়ী প্রাথমিক দাবিনামা জারী করে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গত ৫-৫-২০১৯ তারিখে প্রাথমিক দাবীনামার লিখিত জবাব দাখিল করে। লিখিত জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ দপ্তর কর্তৃক দাবী মেনে নিয়ে উল্লিখিত রেয়াত বাবদ ২৯,৮০,৪৫৭ টাকা ও ফাঁকিকৃত মূসক ২০,৪৫,৭৬০ টাকা এবং সুদ ২৭,৪৪৭ টাকাসহ সর্বমোট ৫৯,১৪,৯৪৯ (উনষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করে নিরীক্ষা আপত্তিটি নিষ্পত্তির আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০-৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫(৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি চূড়ান্ত দাবীনামা মেনে নিয়ে তা পরিশোধ করায় প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিতে উত্থাপিত দাবীকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠানটি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে মূসক পরিহার করায় তা মূসক আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধ সংঘটনের দায়ে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মূসক আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) এর বিধান মোতাবেক কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হলে ১০-২-২০২০ তারিখের আবেদনপত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান জানায় যে, তাঁরা ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক। সে প্রেক্ষিতে ২৬-২-২০২০ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জানান যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে মূসক অপরিশোধিত রয়েছে এবং ইতোমধ্যে রেয়াত বাবদ ২৯,৮০,৪৫৭ টাকা ও ফাঁকিকৃত মূসক ২০,৪৫,৭৬০ টাকা এবং সুদ ২৭,৪৪৭ টাকাসহ সর্বমোট ৫৯,১৪,৯৪৯ (উনষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। এ থেকে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান এক্সকারসন এন্ড রিসোর্টস বাংলাদেশ লিঃ (মেসার্স গ্রান্ড সুলতান টি রিসোর্টস এন্ড গলফ), বালিশিরাহিল, রাধানগর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, নিবন্ধন নং- ০০১৮৯২৬৭৮-০৭০২ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে চলতি হিসাব না থাকায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিধি বহির্ভূত রেয়াতের জন্য ২৯,৮০,৪৫৭ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেছে। একইসাথে ফাঁকিকৃত মূসক ২০,৪৫,৭৬০ টাকা এবং সুদ ২৭,৪৪৭ টাকা ইতোমধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করায় নমনীয় মনোভাব পোষণপূর্বক মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) এর দফা (থ) এর উপদফা (অ) অনুযায়ী বিজ্ঞ কমিশনার শুধুমাত্র ফাঁকিকৃত মূসক ২০,৪৫,৭৬০ টাকার অর্ধেক ১০,২২,৮৮০(দশ লক্ষ বাইশ হাজার আটশত আশি) টাকা মাত্র অর্থদন্ড আরোপ করেন এবং আরোপিত অর্থদন্ড এ আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে যথাযথ খাতে জমা দিয়ে ট্রেজারী চালানের মূল কপি রাজস্ব কর্মকর্তা, আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর নিকট দাখিল করে এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য আদেশ প্রদান করেন, যা যথাযথ ও সঠিক হয়েছে বিধায় আপিলকারীর আপীল

Scanned with CamScanner

আবেদনখানা নামঞ্জুরের আদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

১৩. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিতে রতি দলিলাদি, শুনানিতে উপস্থিত আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ও রেসপনডেন্ট পক্ষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, মিরপুর বিভাগ হতে প্রাপ্ত ৫-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখের পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ৪-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা এর বিভাগীয় কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিভাগীয় নিবারক টীম মেসার্স City Tiles & Marble নামীয় প্রতিষ্ঠানে গমন পূর্বক প্রতিষ্ঠানের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কোনো মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি প্রদর্শন করতে পারেননি। অতঃপর প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চালান বই পাওয়া যায়, যা প্রাথমিকভাবে যাচাই করে মূসক পরিহারের আলামত পাওয়ায় তা যাচাইয়ের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান হতে মূসক- ১২.৩ এর মাধ্যমে নয় (০৯) টি নিজস্ব চালান বই, টালী খাতা দুই (০২) টি, কিপ ফাইল তিন (০৩) টি জব্দ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের জব্দকৃত দলিলাদি যাচাই করে বিগত ২৩-৭-২০১৬ হইতে ৩-১-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট বিক্রয়মূল্য ৩,৩৬,১৪,৮৩৪ টাকা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটি টাইলস খুচরা/পাইকারি বিক্রয় করে, যার করযোগ্য সেবার পরিমান ৫%; সে মোতাবেক বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্য ৫% হারে মোট বিক্রয়মূল্য ৩,৩৬,১৪,৮৩৪টাকা, যার (৩,৩৬,১৪,৮৩৪দ্ধ ৫%) = ১৬,৮০,৭৪২ (ষোল লক্ষ আশি হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) টাকা প্রদেয় অপরিশোধিত মূসক পাওয়া যায়। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর পরিপন্থি । প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এহেন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫, ১৬, ৩৩, ৪৫, ৫১ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২৫, ৪০, ৪২ ও ৯৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী পরিহারকৃত মূসক বাবদ ১৬,৮০,৭৪২ (ষোল লক্ষ আশি হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) টাকা কর নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য। পরিহারকৃত রাজস্ব প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণ সংক্রান্ত শুনানি গৃহণের উদ্দেশ্যে ৩১-১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ পত্র জারিপূর্বক গত ২৩-২-২০২১ তারিখের শুনানিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/মনোনীত প্রতিনিধিকে লিখিত জবাব ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত শুনানিতে উপস্থিত হয়ে আপত্তি দাখিল করায় তা পর্যালোচনান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক ৫,৮৩,৫০৬ (পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা আদায়ের সুপারিশ করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গৃহণের জন্য গত ২৬-১০-২০২১ তারিখের শুনানিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞ কমিশনার, মামলার প্রতিবেদন, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জবাবসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় করে দেখে যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ এর উপবিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী চলমান ব্যবসায় ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে দায়-দেনা হস্তান্তরের যৌথ আবেদন ফরম "মূসক-৪.২" এ যৌথ আবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায় বিক্রয়ের জন্য অনুমতি কামনা করে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর আবেদন দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তা পরিপালন করেননি। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৬ এর উপধারা (৭) এর বিধানমতে, ক্রয়কৃত ব্যবস্থা হস্তান্তরের তারিখ হতে ক্রেতা, বিক্রেতার উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ দায়-দেনা বহনকারী মর্মে বিবেচিত হবেন। বর্ণিতাবস্থায়, বিক্রয়জনিত প্রদেয় মূসক বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা পরিহারের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এ কারণে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ এর উপধারা (১) এর সারণীর ক্রমিক (ড) এর বিধান মতে জরিমানা আরোপ সমীচীন। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য সুদ প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে আদায়যোগ্য বিধায় পরিহারকৃত মূসক বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(৪) এর অনুসরণে ধারা ৮৫ এর উপধারা (১) এর সারণীর দফা (ড) অনুযায়ী জরিমানা বাবদ ৫,৮৩,৫০৬ টাকা এবং প্রযোজ্য সুদ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করেন, তা যথাযথ ও সঠিক হয়েছে মর্মে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

১৪. উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় আপিলাত ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা

Scanned with CamScanner

(পশ্চিম), ঢাকা কর্তৃক ৫-১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রদত্ত আদেশ নং-০৪/২০২২ সঠিক বিধায় এতদ্বারা বহাল ও বলবৎযোগ্য। এমতাবস্থায়, আপীলটি নামঞ্জুরযোগ্য। আলোচ্য আপীলের বিচার্য বিষয়দ্বয় আপীলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র আপিলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীঅন্তে নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ নং-০৪/২০২২ যাহার নথি নং-৪/মূসক/পশ্চিঃকমিঃ-৮(৬৬)সিটি টাইলস/মূসক ফাঁকি/বিচার/ ২০২১/৯৯, তাং-৫-১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশ বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এই রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারী করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৪

আপীল নম্বরঃ ভ্যাট-১০৮/২০২২

নথি নং-সিইভিটি/কেইস(ভ্যাট)-১০৮/২০২২/

তারিখঃ ২০২২ খ্রিঃ। / ২০২২ খ্রিঃ।

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য	:	১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য (কমিশনার) ২। মিয়াজী শহিদুল আলম চৌধুরী, সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)
১। আপীলকারী/আবেদনকারী	:	মেসার্স সাদিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ২৬/০১, ওয়্যার সাদিফ স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।
২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ	:	কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।
৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি	:	উপস্থিত।
৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি	:	উপস্থিত।
৫। মামলার শুনানী গ্রহনের তারিখ	:	১২-১০-২০২২ খ্রিঃ।
৬। মামলার রায় প্রদানের তারিখ	:	২৭-১১-২০২২ খ্রিঃ।
৭। অভিযোগকৃত আদেশ প্রদানকারীর তারিখ	:	বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর জারিকৃত পত্র নথি নং-৪/মূসক(৫২৯)অনিয়ম/সাদিফ/বিচার/পূর্ব কমিঃ/২০২০/১৪২০, তাং-৭-১২-২০২১ খ্রিঃ।
৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র	:	

Scanned with CamScanner